সরকার
একটুকু ছোঁয়া লাগে
প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

ইউনাইটেড্ টেক্‌নিসিয়ান্‌স্ (বম্বে) নিবেদিত

সরকার প্রোডাক্‌সন্‌স্-এর

একটুকু ছোঁয়া লাগে

প্রযোজনা : দিলীপ কুমার সরকার ॥ পরিচালনা : কমল মজুমদার ॥ কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিনয় চট্টোপাধ্যায় ॥ সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥

অভিনয়ে : কিশোর কুমার ॥ বিশ্বজিৎ ॥

মণি চ্যাটার্জি ॥ অসিত সেন ॥ সমর চ্যাটার্জি ॥ এস, এন, ব্যানার্জি ॥ বি, কে, মুখার্জি ॥ তরুণ ঘোষ ॥ পাঁচকড়ি হালদার ॥ মুকুন্দ ব্যানার্জি ॥ কানু রায় ॥ রবীন গুপ্ত ॥ মনু দে ॥ জীবন ব্যানার্জি ॥ হরেন ঘোষ ॥ জগন্নাথ চক্রবর্তী ॥ কবি ব্যানার্জি ॥ মাণিক ॥ চন্দ্রিমা ভাদুড়ী ॥ পদ্মা দেবী ॥ সবিতা ব্যানার্জি ॥ রাকা ভাদুড়ী ॥ দীপ্তি ॥ নীলিমা পাল ॥ রূপক মজুমদার ॥ এবং

নবাগতা **আজরা** ॥

আলোক চিত্র : অমূল্য মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশনা : দেশ মুখোপাধ্যায় ॥ শব্দানুলেখন : এইচ্ শ্রীপতদ্ ॥ সংগীত-গ্রহন : রবিন চ্যাটার্জি ॥ পুনঃশব্দ-যোজনা : হিরন্ময় দেব ও ওয়াই, এম্, ওয়াগ্‌লে ॥ রূপ সজ্জা : শ্রীনিবাস রায় ॥ সম্পাদনা : বিমল রায় ॥ কর্ম-সচিব : আর, এ, রসিদ ॥ ব্যবস্থাপনা : জগন্নাথ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি ॥ সাজসজ্জা : মহম্মদ ॥

প্রচার সচিব : বি, ঝা ॥

স্থির-চিত্র : কামাথ্ ফটো ফ্ল্যাস্ (বম্বে) ॥ কণ্ঠ-সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শান্তা মুখার্জি ও কিশোর কুমার ॥ গীত-রচনা : মুকুল দত্ত ॥ রবীন্দ্রনাথের তিনখানি গান : একটুকু ছোঁয়া লাগে ॥ প্রাঙ্গনে মোর ॥ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী ॥ সহকারী পরিচালনা : স্বদেশ পাল, শ্যামল গুহ ॥ আলোক চিত্র : সুশীল রায় ॥ সম্পাদনা : মহাদেব লক্ষ্মণ গড়ী ॥ শিল্পনির্দেশনা : যাদব ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জা : লক্ষ্মণ ॥ সাজসজ্জা : ইউসুফ ॥ শব্দানুলেখন : এম, ভি, দেশপাণ্ডে, রাজারাম ॥ কর্ম সচিব : প্রেম, স্মরণ সিং ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীমত সুমিত্রা দেবী। দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। পরিমল কুমার সরকার। ফণী মজুমদার। এ, ডি, খান্। মিঃ হুমনে (রবীন্দ্র নাট্য মন্দির, বম্বে)। শক্তি ফিল্মস্। প্রফুল্ল রায়। লিট্‌ল্ পাইওনিয়ার্স (বম্বে)।

প্রকাশ ষ্টুডিও বম্বেতে গৃহীত

ফেমাস্ সিনে ল্যাবরেটরী, লিমিটেড বম্বেতে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : গোল্ড্‌উইন পিকচার্স ॥

কাহিনী

অনিতার মায়ের পছন্দ করা পাত্র গোবিন্দ চৈতন্যকে অনিতা বিয়ে করতে পারবেনা। অনিতার রুচি মার্জিত—যাকে তাকে বিয়ে করতে পারবে না অনিতা বাড়ী থেকে পালালো।

অনিতা তার মাকে চিঠির যোগে জানিয়েছিল— 'আমার পালানোর দৃষ্টান্ত তুমি শরৎসাহিত্যে বা রবীন্দ্রসাহিত্যে না পেতে পার—কিন্তু এমন ঘটনা তুমি বিলিতী উপন্যাসে পাবে।'

অনিল সঙ্গীতজ্ঞ—তপন নাট্যকার—ওদের অবস্থা ভাল নয় কিন্তু ওদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সুসাহিত্যের প্রভাব আছে। অনিতা এদের মাঝে এসে পড়লো—অনিল তপন ছিল অবিচ্ছেদ্য বন্ধু—ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি—কখন ওদের মনে রঙের ছোঁয়াচ এনেছে অনিতা।

অনিতা তপনকেই চেয়েছিল—কিন্তু যেই দেখলো আজ তারই জন্যে ওই দুইবন্ধুর মাঝে বিচ্ছেদের কালোছায়া এসে পড়েছে—অনিতা ওদের কাছ থেকে পালালো।

ওরা দুইবন্ধু বাঁচুক। নাই বা অনিতা পেলে তপনকে এই কথা অনিতা ভাবলো। যেন অনিতার কাছে দুটি মানুষের বন্ধুত্ব প্রেমের চেয়েও বড়। কিন্তু অনিতা দেখলো যতক্ষণ না সে আর কাউকে বিয়ে করছে—ততক্ষণ দুই বন্ধুর মাঝে বিরোধের পাচিল অটুট থাকবে। কিছুতেই তাকে ভাঙ্গা যাবে না।

অনিতা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো—মার পছন্দ করা গোবিন্দ চৈতন্যকেই বিয়ে করবে। কিন্তু তাই কি ঘটলো—পর্দায় দেখতে পাবেন এই কাহিনীর বাকী ঘটনাগুলো।

সংগীত

(১)

একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনি॥
কিছু পলাশের নেশা
কিছুবা চাঁপায় মেশা
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি॥
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে॥
যেটুকু যায়রে দূরে
ভাবনা কাঁপায় সুরে
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২)

প্রাঙ্গনে মোর শিরিষ শাখায় ফাগুন মাসে
কি উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেলা
ক্ষান্ত কূজন শান্তবিজন সন্ধ্যা বেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্লশিরিষ প্রশ্ন শুধায়
আমায় দেখি-
এসেছে কি, এসেছে কি?
আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কি উচ্ছ্বাসে
নাচের মাতন লাগলো শিরিষ ডালে
স্বর্গপুরের কোন নূপুরের তালে
প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিল
শুনাও দেখি
আসেনি কি, আসেনি কি?
আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কি আশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখজনের চরণ শব্দে মেতে—
প্রত্যহ তার মর্মর স্বর বলবে আমায়
কি বিশ্বাসে
সেকি আসে? সেকি আসে?
প্রশ্ন জানাই পুষ্প বিভোর ফাগুন মাসে
কি আশ্বাসে
হায়গো আমার ভাগ্যরাতের তারা
নিমেষ গণন হয়নি কি মোর সারা,
প্রত্যহ বয়—প্রাঙ্গন নয়, বনের বাতাস
এলো মেলো
সেকি এলো? সেকি এলো?

—রবীন্দ্রনাথ

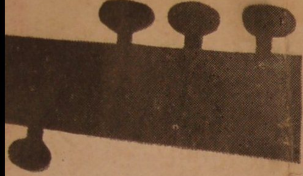

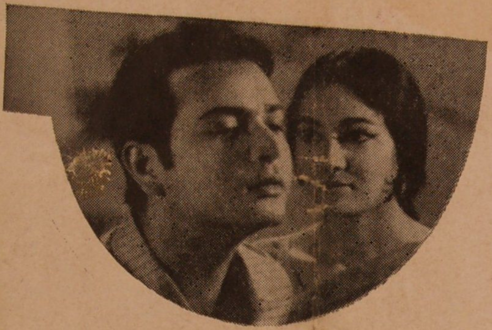

(৩)

সরস্বতীর সেবা করি
অন্ন যে তাই জুটলো না
লক্ষ্মী গেল অন্য পথে
দুঃখ যে তাই ঘুচলো না।
সুরের পরে সুর খুঁজেছি
মিলের পরে মিল
জীবনটাকে চালাই মোরা
দিয়ে গরমিল—
বারে বারে তাল কেটে যায়
(কিছুতেই) সোমের মাথায় ফিরলো না
লক্ষ্মী গেল অন্য পথে
দুঃখ যে তাই ঘুচলো না।।
যত সব ফাঁকির ফাঁকে
যে মরণ লুকিয়ে থাকে—
জীবনের রঙের বাহার দিয়ে
মোরা রুখবো তাকে।
কপাল ভেঙ্গে আসে যখন
দুঃখের কালো বান—
সেই কালোর কালি দিয়ে মোরা
লিখি সুখের গান।
খুশীর তারা পথ দেখালো
কান্না যে তাই আসলো না
লক্ষ্মী গেল অন্ন পথে
দুঃখ যে-তাই ঘুচলো না।।

—মুকুল দত্ত

(৪)

দুস্তর পারাবার পেরিয়ে চঞ্চল মন চলে যায়
বন্ধুর পথে আছে বন্ধু, মিশে গেছে জানা অজানায়
যদি বন্দী বিহঙ্গটা মুক্ত আকাশ দেখে
পিঞ্জর ভেঙে দিতে চায়
দোষ নেই তার কোনো দোষ নেই—
যদি বন্দরে বাঁধা তরী নিঃসীম সাগরেতে
পাল তুলে পাড়ি দিতে চায়,
দোষ নেই তার কোনো দোষ নেই—
বন্ধ কোরো না ডানা, এ আকাশ এত চেনা
খুঁজে নাও মন যাহা চায়।।
সাঁঝের প্রদীপ দেখে, হাতের কাঁকন আর
কলসের গান শুনে—কাজল চোখেতে চেয়ে
যদি মন পথ ভুলে যায়—
ভাদরের ভরা নদীটির কথা ভেবে
বোসো তুমি—কিছুক্ষণ তার আঙিনায়।।
তারপর?
সাঁঝের প্রদীপ থেকে সূর্য্য তোরণ চিনে
এই পথ ধরে চলে যাও—
দোষ নেই তাতে কোনো দোষ নেই—
সূর্য্যমুখী মন আঁধারের পানে তাকে
কোনোদিন ফেরানো কি যায়?

—মুকুল দত্ত

(৫)

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি—কাতর যত প্রাণী
কত ত্রাণ মহাপ্রাণ—আনো অমৃত বাণী
বিকশিত কর প্রেম পদ্ম—চির মধু নিষ্যন্দ
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য।

ক্রন্দন ময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি
তব মঙ্গল শঙ্খ আনো তব দক্ষিণ পানি
তব শুভ সংগীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্ক শূন্য।।

--রবীন্দ্রনাথ

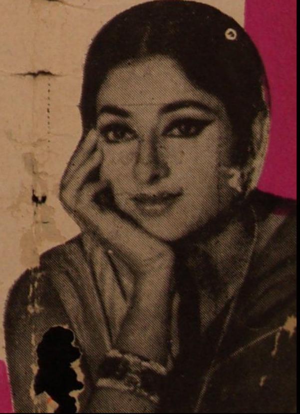

আমাদের পরবর্তী
আকর্ষণ

এ.বি.এন. প্রোডাকসন্সের

লব-কুশ

আংশিক গেভাকলারে

॥ অনীতা গুহ ॥ অসিতবরণ ॥ শঙ্করনারায়ণ ॥ শ্রীমান শঙ্কর ॥
সবিতা চ্যাটার্জী (বম্বে) ॥ গোপীকৃষ্ণ ॥

॥ পরিচালনা অশোক চ্যাটার্জী ॥ সংগীত শ্রীকান্ত ॥ গোল্ডউইন পিকচার্স পরিবেশিত ॥

Printed at SU DRAN 104, Akh l Mistri Lane, Cal-9